• অঞ্জন ফিল্মস রিলিজ •

পঞ্চানন বসাক প্রযোজিত—

ভিনায়ক প্রডাকসন্সের

* জ্যোতিষী *

কাহিনী : গজেন্দ্রকুমার মিত্র
চিত্রনাট্য ও সংলাপ : মুরারি সেন
তত্ত্বাবধান : গোপালদা ও জগদীশ ভৌমিক
আলোকচিত্র : বিমল মুখার্জ্জি
শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত
সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী
শিল্পনির্দ্দেশ : গৌর পোদ্দার
পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত
রূপসজ্জা : যমুনাপ্রসাদ
স্থির চিত্র : স্টিল ফটো সার্ভিস
ব্যবস্থাপনা : প্রতাপ মজুমদার ও সত্য বসু
আলোক সম্পাত : হরেন ও সুধীর

সঙ্গীত : গোপেন মল্লিক

গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন

যন্ত্রসঙ্গীত : সুর ও শ্রী

প্রচার : ধীরেন মল্লিক

পরিচালনা : চিত্ত বসু

—সহকারী—

ধীরেন্দ্র দত্ত
গুরুদাস বাগচী

* সহকারিগণ *

আলোকচিত্র : দীপক দাস, নির্মল মল্লিক
শব্দগ্রহণ : ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদনা : প্রতুল রায় চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা : কৈলাস ও লক্ষ্মণ
সঙ্গীত : জানকী দত্ত ও তপন দে।

—: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

শ্রীবিজন সেন, শ্রীশম্ভুনাথ পাঠক (কাশী)

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত ও আর, সি, এ যন্ত্রে বাণীবদ্ধ ফিল্ম সার্ভিসেস্ লিমিটেড-এ পরিস্ফুটিত।

: একমাত্র পরিবেশক :

অঞ্জন ফিল্মস্

১২৭বি, লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা—১৪

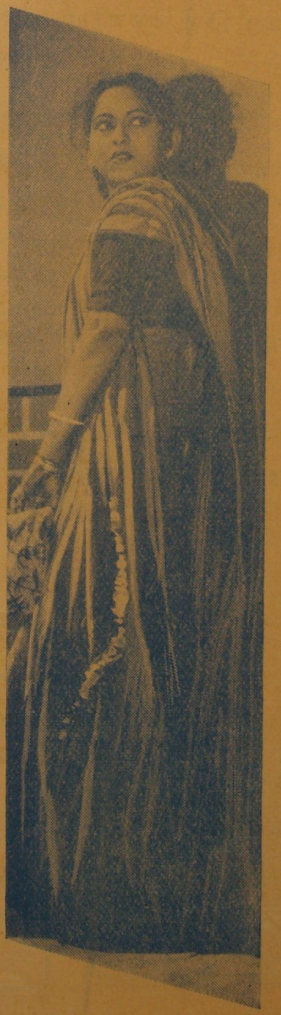

কাহিনী

জ্যোতিষী !
জ্যোতিষী !
জ্যোতিষী !
সবার মুখে এক কথা-জ্যোতিষী !

বাঙালী আজ পদে পদে ভাগ্যাহত —অদৃষ্টবাদকে সে জীবনের মন্ত্র হিসেবেই মেনে নিয়েছে। জ্যোতিষ বা জ্যোতিষীর কথা তার কাছে একেবারেই নতুন নয়।

সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে মানুষের মন যখন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে—বাধা ও বিপর্য্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে সে যখন হারিয়ে ফেলে তার আত্মবিশ্বাস—কর্ম্মক্ষেত্রে বার বার ব্যর্থতা বরণ করে, যখন তার আর কোন আশাই থাকে না—তখনই সে ছুটে যায় জ্যোতিষীর কাছে। তার প্রশ্ন—এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে? তার জিজ্ঞাসা—অশুভ গ্রহের কবল থেকে মুক্তি হবে কিসে? অন্ধকার বর্তমান কি ভবিষ্যতে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে তাই সে জানতে চায়?

কিন্তু জ্যোতিষী কি এই অন্ধকার যবনিকা তুলে ধরে ভবিষ্যৎকে দেখাতে পারেন? এ বিষয়ে নানামুণির নানা মত। কেউ বলেন তাদের বিচার নির্ভুল তারা পণ্ডিত! কেউ বলেন, তারা ভণ্ড অর্থাৎ ৪২০।

আমরা কিন্তু কিছু বলিনা। জ্যোতিষ শাস্ত্রকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তবে একথাও বলি—যোগ্য জ্যোতিষীর দর্শন পাওয়া কঠিন।

স্বামী স্বরূপানন্দের শিষ্য বিখ্যাত জ্যোতিষী বরদা চরণ শাস্ত্রীকে হয়তো আপনারা চেনেন না। শুনেছি যাঁরা ওঁকে চেনেন—তাঁরাও ওঁকে ভয় পান। এর কারণ, মিথ্যে জেনেও মিষ্টি কথা বলে কারো মন ভোলাতে তিনি চাননা—মুখের উপর নির্ম্মম সত্য শোনাতেই তিনি অভ্যস্ত। কবচ বা শান্তি স্বস্ত্যয়ণের উপর তাঁর কোন বিশ্বাস নেই!

সবাই বলে—বরদা জ্যোতিষীর গণনা অভ্রান্ত—বিশেষ করে' অমঙ্গলের রেখা বিচারে কোন ভুলই নাকি তাঁর হয়না।

অন্যের ভাগ্য বিচার যিনি এতদিন অভ্রান্তভাবেই করে' আসছিলেন—একদিন তিনি নিজের কোষ্ঠী দেখলেন—দেখে চমকে উঠলেন! বার বার বিচার করলেন তবু সেই একই অভ্রান্ত বিধিলিপি!

বরদা জ্যোতিষী মাতৃঘাতী! তাঁর স্ত্রী কুলত্যাগিণী!!

: রূপায়ণে :

বিকাশ, নীতিশ, প্রশান্ত, দীপক, কানু বন্দ্যোঃ,
বিপিন, ভানু, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, বেচু সিং,
ঋষি বন্দ্যোঃ, জীবন গোস্বামী, প্রীতি মজুমদার,
অনিল ধর, অনুপম গুহ (এ্যাঃ) ও
শ্রীমান প্রবীর বসু মল্লিক প্রভৃতি।

সন্ধ্যারাণী, সবিতা, সুপ্রভা মুখার্জি, জয়শ্রী সেন,
অর্পণা, লীলাবতী, মিত্রা বিশ্বাস, নীরা দত্ত ও
মীরা রায় প্রভৃতি।

ভাগ্যলিপি অনিবার্য্য—জ্যোতিষী একথা জানেন। স্নেহময়ী জননীকে তিনি এড়িয়ে চলেন—কোন্ পথে অদৃষ্ট ফলবে কে বলতে পারে! মা তাকে ভুল বোঝেন! তাঁর একমাত্র সাধ বরদার বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনবেন—বরদা তাঁর ভাগ্যের কথা মনে করেই বিয়েতে মত দেননা। মাও ছেলের মধ্যে ভুল বোঝার পালা চলতে থাকে।

ঘটনার আবর্ত্তে পড়ে এঁরা এলেন কাশীতে। কাশীতে বরদার মা দেখলেন সরমাকে—বড় ভালো লাগলো মেয়েটিকে। সরমাকেই তিনি পুত্রবধূ করে' ঘরে আনবেন—তাঁর এ সাধ বরদাকে জানালেন!

কিন্তু বরদা কি সরমাকে বিয়ে করবেন?

বধূ সরমা কি শেষে কুলত্যাগিণী হবে?

আর সরমাকে যিনি ঘরে আনতে চেয়েছিলেন তাঁর সম্পর্কে বরদার ভাগ্যলিপি কি সত্যে পরিণত হবে—বরদা কি মাতৃঘাতী?

এই জটিল সমস্যার সমাধান দেখতে পাবেন—সামনের রূপালী পর্দ্দায়।

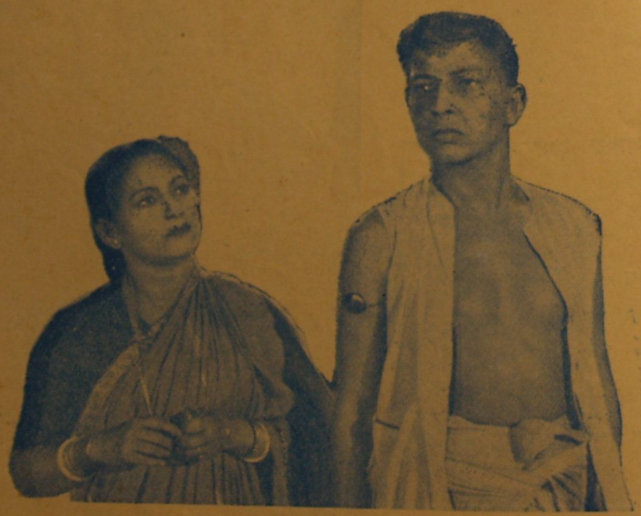

সঙ্গীতাংশ

লতিকার গান

কেন ময়ূরের মত মন মেলে পাখা জানিনা
জানিনা
আজ আঁখিতে এ কোন স্বপ্ন যে আঁকা জানিনা
জানিনা।

কোন্ ভ্রমরের গুন্ গুন্ শুনি
গানে গানে জাগে একি ফাল্গুনী
কেন রাঙা হয়ে ওঠে পলাশের শাখা জানিনা।
আজ বাতাস বাউল বাঁশরীতে তার একি সুর
খুঁজে পায়রে
সে যে সুরে সুরে মোরে ক্ষণে ক্ষণে শুধু দোলা
দিয়ে যায় রে।

মোর মরমের সাড়া যেন পেয়ে
কোন ফাগুনের কুহু ওঠে গেয়ে
কবে শেষ হবে ওই পথ চেয়ে থাকা জানিনা।

———

সরমার গান

পাষাণ দেবতা—
কও কথা দাও সাড়া দাও পাষাণ দেবতা।
কও কথা দাও সাড়া দাও—
এত যে তোমায় ডাকি হে প্রভুগো
দূরে থেকে কেন ব্যথা দিতে চাও॥
মন বলে এলে বুঝি দ্বারে ছুটে যাই
আঁখি মেলে দেখি চেয়ে কেহ তো কোথাও নাই
আমারে কাঁদায়ে প্রভু কি যে সুখ পাও—
দূরে থেকে কেন ব্যথা দিতে চাও—
বিরহের জ্বালা নীরবে সহিগো
ব্যথার এ পূজা তুমি নাও।
মীরার প্রভু তুমি আমার প্রভু হয়ে
তনুমন সব লয়ে যাও॥

———

* পরবর্ত্তী আকর্ষণ *

* বাংলা চিত্র জগতে এক নতুন বিস্ময়

পাপ ও পাপী

কাহিনী : অধ্যাপক মুরারি সেন

পরিচালনা : বিজন সেন

সঙ্গীত : গোপেন মল্লিক

রূপায়ণে : পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, বিকাশ রায়, অজিত বন্দ্যো, শিশির মিত্র, মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্তা, শ্যামলী চক্রঃ, সবিতা চ্যাটার্জ্জী, জয়শ্রী সেন, মণিকা, নবাগত নির্ম্মল বসাক আরও অনেকে।

★ প্রস্তুতির পথে ★

* সম্পূর্ণ এক নূতন ধরণের কাহিনী

দ্বীপান্তর

রচনা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

●

* বহির্দৃশ্য প্রধান রহস্য ঘন চিত্র

আলো না আলেয়া

কাহিনী : অধ্যাপক মুরারি সেন

●

* সম্পূর্ণ এক নতুন টেকনিকের
সঙ্গীত বহুল চিত্র

কুহেলিকার কিন্নরী

কাহিনী : অধ্যাপক মুরারি সেন

প্রচার সচিব শ্রীধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও জুবিলী প্রেস,
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।